BRAC INSTITUTE OF GOVERNANCE & DEVELOPMENT

Research Update

Photo | ILO Asia-Pacific

গবেষক

ইফাত জাহান অন্তরা
রিসার্চ আসোসিয়েট

ব্র্যাক ইন্সটিটিউট অফ গভর্ন্যান্স এন্ড ডেভেলপমেন্ট (বিআইজিডি)

ব্র্যাক ইউনিভারসিটি

১২ মে ২০২০

দ্বিতীয় পর্যায়

কোভিড-১৯ সংকটের প্রভাবে আরএমজি মজুরি এবং কর্মসংস্থানে ট্রেড ইউনিয়নের ভূমিকা সম্পর্কে মিডিয়া ট্র্যাকিং

ভূমিকা

বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় রপ্তানি শিল্প হচ্ছে তৈরি পোশাক (আরএমজি) খাত যা বাংলাদেশের মোট রপ্তানির ৮৪.২১% এবং জিডিপির ২০% পূরণ করে। ২০২০ এর এপ্রিলে এই রপ্তানি ৮৫.২৫% এ নেমে আসে এবং জিডিপি ৩% কমে যাওয়ার হিসাব করা হয়। কারখানাগুলো খুলে দেওয়া হবে কিনা, এমন আলোচনা-সমালোচনার পর, দেশের অর্থনীতিকে রক্ষার্থে ২৫ এপ্রিলে কারখানা খুলে দেবার একটি গাইডলাইন প্রকাশিত হয় এবং পরে ২৬ এপ্রিল, ২০২০ থেকে কারখানাগুলো সীমিত/আংশিকভাবে খুলে দেবার সিদ্ধান্ত নেয় গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারারস এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন (বিজিএমইএ)। গাইডলাইনে বিজিএমইএ স্বাস্থ্যসুরক্ষার বিষয়টিকে সর্বাধিক প্রাধান্য দেয়। বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী, ৮ মে পর্যন্ত ৯৭ জন পোশাক শ্রমিক করোনা আক্রান্ত হয়েছেন যাদের ৫২% আক্রান্ত হয়েছে কারখানাগুলো পুনরায় খুলে দেবার পরে। সংক্রমণ প্রতিরোধ ও স্বাস্থ্যসুরক্ষার নিশ্চয়তা ছাড়াও আরএমজি কর্মীরা তাদের মজুরির জন্য এবং ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে লড়াই করে যাচ্ছেন।

ব্র্যাক ইন্সটিটিউট অফ গভর্ন্যান্স এন্ড ডেভেলপমেন্ট (বিআইজিডি) একটি মিডিয়া ট্র্যাকিং কৌশল অনুসরণ করেছে যেখানে তৈরি পোশাক

শিল্প এবং এই খাতে কর্মরত ৪.১ মিলিয়ন কর্মী, যাদের অধিকাংশ নারী, তাদের ওপর কোভিড-১৯ কি ধরণের প্রভাব ফেলছে তা বোঝা যাবে। এই গবেষণাটি ট্রেড ইউনিয়ন এবং শ্রমিকদের অধিকার নিয়ে কাজ করা ব্যক্তিবর্গ, গার্মেন্টস মালিক, বাংলাদেশ সরকার, বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট সংস্থা বা গোষ্ঠীর কি ধরণের ভূমিকা রয়েছে তা নির্ধারনের জন্য পরিচালিত হয়েছে। এই সংক্ষিপ্ত আলোচনাটি ১৬ এপ্রিল থেকে ৯ মে, ২০২০ পর্যন্ত তৈরি পোশাক খাতের বর্তমান পরিস্থিতির উপর নির্মিত মিডিয়া রিপোর্টগুলোর সমন্বয়ে গঠিত।

কি পয়েন্টস/উদঘাটিত মূল বিষয়বস্তু

১। মালিক সম্প্রদায় প্রতিযোগিদের কাছে বাজার হারানোর ভয়ে পর্যায়ক্রমে কারখানাগুলো খুলে দেবার জন্য চাপ প্রয়োগ করেছিলো।

২। পর্যায়ক্রমে খুলে দেবার নীতি সঠিকভাবে অনুসরণ না করে, হঠাৎ করে কলকারখানা খুলে দেওয়ায় এবং শ্রমিকদের পুনঃযোগদানের ফলে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

৩। সরকার, ট্রেড ইউনিয়ন এবং কর্মীদের মধ্যে প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যবিধির গুরুত্ব বাড়ে।

৪। আরএমজি শ্রমিকেরা পুনরায় কারখানা খোলায় কোভিড-১৯ সংক্রমণ বৃদ্ধির আশঙ্কায় ছিলেন।

৫। কারখানাগুলোর জন্য প্রণোদনা প্যাকেজ লোন অনুমোদিত হয়েছে এবং বিতরণ শুরু হয়ে গেছে।

৬। বকেয়া মজুরী, কর্মহীনতা এবং চাকুরীতে ছাঁটাই চলছে।

৭। ট্রেড ইউনিয়নের ভূমিকা এবং প্রতিবাদসমূহ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বেশী এবং প্রিন্ট মিডিয়ায় কম দেখা গেছে।

বিষয়বস্তুর আলোচনা

পর্যায়ভিত্তিক কারখানা খোলার জন্য মালিক পক্ষের চাপ

এই মহামারী বাংলাদেশের পোশাক খাতের জন্য একটি বড় ধরণের ধাক্কা। ১১৫০ টি কারখানার মোট ৩.১৮ বিলিয়ন ডলার মূল্যের অর্ডার বাতিলের কারণে এপ্রিল, ২০২০ পর্যন্ত এই খাতে রপ্তানী আয়ের ৮৫.২৫২% অবনমন ঘটেছে। চীন এবং ভিয়েতনামের কাছে বাজার হারানোর ভয়ে (যেহেতু তারা কারখানা চালু করে দিয়েছে) বিজিএমইএ-কে অনেক কারখানার মালিক কারখানা পুনরায় খুলে দেবার জন্য চাপ প্রয়োগ করে। এজন্য ২৫ এপ্রিল ২০২০, এফবিসিসিআই, বিজিএমইএ এর সাথে একটি ভার্চুয়াল মিটিং করে, যেখানে ব্যবসায়ী প্রতিনিধি এবং নীতিনির্ধারকেরা স্বাস্থ্যবিধি মেনে পর্যায়ক্রমে কারখানা খুলে দিতে একমত হন। এই মিটিং এ প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি খাত বিষয়ক উপদেষ্টা এফবিসিসিআই এবং বিজিএমইএ-কে স্বাস্থ্যবিধি নির্দেশিকা প্রস্তুত করার জন্য বলেন। একই দিনে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়য়ের মন্ত্রী মন্নুজান সুফিয়ান মালিক পক্ষকে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করতে বলেন। তিনি ঘোষণা দেন দেন যে, স্বাস্থ্য সুরক্ষার ব্যাপারে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডিআইএফই) এবং স্বাস্থ্য বিভাগ নজর রাখবে। এরপরে বিজিএমইএ সীমিত আকারে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণপূর্বক পুনরায় কারখানা খুলে দেবার ঘোষণা দেয় এবং কারখানা খুলে দেবার একটি নির্দেশিকা প্রকাশ করে।

পর্যায়ক্রমে খোলার নীতি উপেক্ষিত, শ্রমিকদের পুন:যোগদানে তাড়া এবং কারখানার খুলে দেবার প্রতিযোগিতা

আমরা লক্ষ্য করেছি যে, বিজিএমইএ এবং বিকেএমইএ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি এবং প্রথম দিনেই ঢাকা শহরের প্রায় অর্ধেক পোশাক কারখানা খুলে যায়। ৮ মে পর্যন্ত বিজিএমইএ-র অধীনে ১২৬৯ টি কারখানা এবং বিকেএমইএ-র অধীনে ৩৬৯ টি কারখানা খুলে যায় এবং প্রতিনিয়ত এই সংখ্যা বাড়ছে। বিজিএমইএ ২৫ এপ্রিলে এক বক্তব্যে শুধু ঢাকায় অবস্থানরত শ্রমিকদের যোগদান করার কথা বললেও ততক্ষণে ঢাকার বাইরের অনেক শ্রমিকই অনুপ্রবেশ শুরু করে দেয়। ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা দাবী করেন যে শ্রমিকদেরকে এসএমএস এর মাধ্যমে যোগদান করতে বলা হয়েছে এবং তারা বেতন ও চাকরীর নিশ্চয়তা নিয়ে সন্দিহান ছিলেন। উপরন্ত, ২৭ এপ্রিল কারখানা খোলা নিয়ে সন্দেহ থাকায় কিছু শ্রমিক প্রতিবাদ করলে কয়েকটি কারখানা বন্ধ হয়ে যায়। বাংলাদেশ গার্মেন্ট শ্রমিক সংহতি -এর তাসলিমা আক্তার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পুনরায় কারখানা খোলা নিয়ে প্রতিবাদ করেন এবং সরকারের থেকে স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ তদন্ত সাপেক্ষে এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তের আশা করেন।

প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যব্যবস্থায় সরকার, ট্রেড ইউনিয়ন ও কর্মচারীদের গুরুত্ব প্রদান

সরকার এবং কর্মচারীবৃন্দ উভয়েই কারখানার স্বাস্থ্যবিধি মানার ব্যাপারে জোর দেয়। ২৫ এপ্রিল ৬৪ তম ত্রিপক্ষীয় কনসালটেটিভ কমিটি মিটিং-এ শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী মন্নুজান সুফিয়ান কর্মীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বনের নির্দেশ দেন। অধিক শ্রমিকের পরিবর্তে বিজিএমইএ-র নির্দেশিকা অনুসারে কারখানাগুলো কম শ্রমিক নিয়ে একাধিক শিফটে কাজ করার কথা এবং শ্রমিকদের প্রবেশ ও বেরোবার সময় পর্যাপ্ত দূরত্ব বজায় রাখতে বলা হয়। সহস্রাধিক কর্মী মাস্ক এবং ডিসপোজেবল ক্যাপ পরে কারখানায় যোগ দেয় এবং মালিক পক্ষ তাদের হাত স্যানিটাইজার দিয়ে ধোয়ার ও শরীরের তাপমাত্রা পরিমাপের ব্যবস্থা করে। যদিও এ ব্যাপারে নিশ্চিতভাবে বলা যায় না যে কারখানার ভেতরে কেমন স্বাস্থ্যসুরক্ষা ব্যবস্থা ছিলো বা দূরত্ব বজায় রাখা হয়েছিলো কিনা। ২৯ এপ্রিলে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় পোশাক কারখানার জন্য পরিচ্ছন্নতা এবং সুরক্ষা নির্দেশিকা প্রকাশ করে। ডিআইএফই স্বাস্থ্যসুরক্ষা নিশ্চিত করতে বিশেষ অনুসন্ধানি দল গঠন করে এবং ৬ মে পর্যন্ত ২২৯ টি কারখানা পরিদর্শন করে। আরো বলা হয়েছে যে, যদি কোন কারখানা গাইডলাইন মানতে ব্যর্থ হয়, তাহলে ডিআইএফই তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহন করবে।

> “কারখানা চালাতে হলে শ্রমিকদের স্বাস্থ্যসুরক্ষাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে।”
>
> – শ্রম প্রতিমন্ত্রী মন্নুজান সুফিয়ান, ২৫ এপ্রিল ২০২০

ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ এভাবে কারখানা পুনরায় খুলে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপকভাবে সমালোচনা করেন যেখানে মানবাধিকার কর্মী, শ্রমিক অধিকার কর্মী এবং সমাজ সংস্কারকদের অংশগ্রহন ছিলো। ৩ মে ২০২০-এ স্বাস্থ্যমন্ত্রী ঘোষণা দেন

যে, যদি কোন কারখানায় উল্লেখযোগ্য পরিমানে কোভিড-১৯ সংক্রমণ দেখা দেয় তবে সেই কারখানা বেশ কিছু দিনের জন্য বন্ধ করতে হবে। তিনি সকল জেলা প্রশাসকদের উদ্দেশ্যে বলেন যে, নিজ নিজ জেলার পোশাক শ্রমিকদের তালিকা করতে হবে যেন ঢাকা থেকে ফিরলে তাদেরকে সঠিকভাবে কোয়ারেন্টাইনে রাখা যায়। এছাড়া বিজিএমইএ শ্রমিকদের স্বাস্থ্যসুরক্ষা নিশ্চিতে এক লক্ষ শ্রমিককে বিনামূল্যে টেলিমেডিসিনের সুবিধা দেওয়ার জন্য কমন হেলথ বাংলাদেশ-এর সাথে চুক্তি করেছে।

পুন:রায় কারখানা খোলায় আরএমজি কর্মীদের কোভিড-১৯ সংক্রমনের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে এমন আশঙ্কা

শ্রমিকদের স্বাস্থ্যঝুঁকির কথা চিন্তা করে অনেক ট্রেড ইউনিয়ন নেতাই কারখানা পুনরায় খোলার সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেন। এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে নাজমা আক্তার বলেন যে, স্বাস্থ্যসুরক্ষার গাইডলাইন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়েরই করে দেওয়া উচিত ছিলো এবং দাবী করেন যে, অনেক বড় পোশাক কারখানাই নির্দেশিত সামাজিক দূরত্বের বিষয় অমান্য করে কর্মীদের দিয়ে কাজ করিয়ে যাচ্ছে। সংক্রমণ আরো ছড়িয়ে পড়তে পারে এই আশঙ্কায় গার্মেন্ট ওয়ার্কার ট্রেড ইউনিয়ন সেন্টারের জলি তালুকদার এই সিদ্ধান্তকে “অযৌক্তিক এবং অমানবিক” আখ্যা দিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ও বিভিন্ন টিভি টক শো-তে প্রতিবাদ জানান।

প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা ছাড়া আরএমজি কারখানা খুলে দিলে দেশে সংক্রমণ বৃদ্ধি পাবে এই মর্মে বিভিন্ন স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ এবং স্বাস্থ্যমন্ত্রী মত দেন। বিজিডবিউএস এর একটি সংবাদ প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, ২৬ মার্চ থেকে ৭ মে পর্যন্ত মোট ৯৭ জন পোশাক শ্রমিক এবং কর্মচারী করোনা আক্রান্ত হন, যার ৫২% পুনরায় কারখানা খুলে দেবার পর ছড়িয়েছে। বিজিডবিউএস এর দাবী মোতাবেক কর্মীরা তাদের চাকুরীর নিরাপত্তা এবং জীবিকা নিয়ে চিন্তিত ছিলেন এবং তারা স্বাস্থ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে না পেরেও চাকরিতে যোগদানে বাধ্য হন। যদিও বিজিএমইএ তখনই এই রিপোর্টের সাথে দ্বিমত পোষণ করে এবং বলে যে আক্রান্তের মাত্র ০.১৬% আরএমজি কর্মী ছিলেন যা কোনো ভাবেই আতঙ্কিত হবার মতো মাত্রা নয়। প্রতিবেদনের সময়েই সাভার এবং গাজীপুরের ২ টি কারখানা বন্ধ করে দিতে হয় কোভিড সংক্রমনের কারনে। ৩০ এপ্রিল সাভার উপজেলার ইউএইচএফপিও ঐ এলাকার কারখানাসমূহ বন্ধ করার জন্য ইউএনও কে চিঠি লেখেন, কেননা পুনরায় কারখানা চালুর পরে ঐ এলাকায় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছিলো।

কারখানার জন্য প্রণোদনা প্যাকেজ ঋণ অনুমোদন এবং বিতরণ শুরু

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২৫ মে ২০২০-এ আরএমজি খাতের জন্য ৫০০০ কোটি টাকার অর্থনৈতিক প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেন যাতে এপ্রিল, মে এবং জুনে শ্রমিকদের বেতন প্রদান সম্ভব হয় এবং বাংলাদেশ ব্যাংক এই প্যাকেজ বিতরনের জন্য ১ এপ্রিল ২০২০-এ একটি গাইডলাইন প্রবর্তন করে। বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড-এর প্রতিবেদন অনুসারে ডেডলাইনের (২০ এপ্রিল) মধ্যে যে সকল কারখানা আবেদন করেছিলো তাদের আবেদন মঞ্জুর করা হয়েছে এবং বিজিএমইএ-র মতে কর্মীরা এপ্রিল মাসের বেতন ২০ মে থেকে এমএফএস একাউন্টের মাধ্যমে পাওয়া শুরু করে। বিজিএমইএ-র ১৬৫০ টি সদস্য কারখানা এই লোনের জন্য আবেদনের ছাড়পত্র পেয়েছিলো। যদিও কিছু কারখানার আবেদন নামঞ্জুর হয়েছিলো কারন তারা নির্দিষ্ট সময়ের পরে আবেদন করে। প্রথম দফায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক ২০০০ কোটি টাকা ব্যাংকগুলোতে বিলি করে। এরপরও ২৭ এপ্রিল ২০২০-এ মালিক পক্ষ এই বরাদ্দের পরিমাণ নিয়ে অসন্তুষ্ট থাকে; বিজিএমইএ-র মতে, তাদের সদস্য কারখানাগুলো মাসে ৪০০০ কোটি টাকা বেতন দিয়ে থাকে, সেখানে ৩ মাসের বেতন হিসাবে ৫০০০ কোটি টাকা একেবারেই পর্যাপ্ত নয়।

বেতন বকেয়া, কর্মহীনতা ও চাকুরী থেকে ছাঁটাই চলছে

৭ মে পর্যন্ত ১৬৯টি কারখানাই তাদের প্রায় দুই লাখ কর্মীর মার্চ মাসের বেতন দিতে পারেনি। এই তথ্য বিজিএমইএ এর তথ্যের সাথে সাংঘর্ষিক, কেননা তাদের তথ্য মতে ৯২টি কারখানার মাত্র ৪৮০০০ কর্মী মার্চ মাসের বেতন পাননি। এই সময়ে এপ্রিল, মার্চ এবং তার আগের বকেয়া পরিশোধের দাবীতে শ্রমিকদের বিক্ষোভ ছিলো রোজকার চিত্র।

বিজিএমইএ এবং ট্রেড ইউনিয়নের সাথে ৩০ এপ্রিল ২০২০-এ এক ত্রিপক্ষীয় সভার পরে; মন্নুজান সুফিয়ান ঘোষণা দেন, যে সকল শ্রমিক কাজে যোগ দিতে পারেননি, তাদেরকে এপ্রিল মাসে ৬০% বেতন দেয়া হবে, ট্রেড ইউনিয়ন পুরো বেতন দাবী করলেও বিজিএমইএ তা দিতে অসম্মতি জানায়। বিজিএমইএ এবং সরকার ছাঁটাইয়ের সম্ভাবনা নাকচ করার পর এই সিদ্ধান্ত ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দের মাঝে অসন্তোষ তৈরি করে। প্রতিমন্ত্রী সবাইকে সময় মতো উৎসব ভাতাসহ এপ্রিলের বেতন পরিশোধসহ কোন ধরনের ছাঁটাই বা বরখাস্ত না করার নির্দেশ দেন।

জিডবিউটিইউসি এবং বিজিডবিউএস সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ৬০% বেতনের ঘোষণাকে প্রত্যাখ্যান করে। জিডবিউটিইউসি নেতৃবৃন্দ রাজপথে র‍্যালী করেন এবং শ্রমভবনে তাদের দাবী পেশ করেন। তারা দাবী করেন যে, এই ঘোষণা প্রত্যাহার করে সরকারি পরিপত্র জারি করতে হবে যাতে শ্রম আইনের ৩২৪ ধারা অনুযায়ী মহামারীকালীন সময়ে চাকুরী থেকে ছাঁটাই এবং অবসর গ্রহনকে অবৈধ ঘোষণা করা হবে। বিজিডবিউএস সংবাদ সম্মেলন এবং অনলাইন প্রতিবাদও করে।

প্রতিমন্ত্রী ৪ মে, ২০২০ তে আবারো ত্রিপক্ষীয় বৈঠক করেন যেখানে লেবার ইউনিয়ন ন্যূনতম ৮০% বেতন দাবী করে কিন্তু বিজিএমইএ ৬৫% এর উপরে দিতে অসম্মত হয়। শ্রমিক নেতারা এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাখান করে এবং পূর্ণ বেতন দাবী করে। নিউ এজ এর প্রতিবেদন অনুসারে ত্রিপক্ষীয় মিটিং এ অল্প কয়েকজন ট্রেড ইউনিয়ন নেতা অংশ নেয় যারা সরকারপন্থী এবং অধিকাংশ ট্রেড ইউনিয়ন নেতা বাদ পড়েন। সরকার ঘোষণা দেয় যে অনুপস্থিত আরএমজি কর্মীরা ৬৫% বেতন পাবে এপ্রিলের লকডাউন সময়কালে (৬০% এপ্রিলের বেতন+ ৫% মে'র বেতন) এবং যারা ২৬ এপ্রিল থেকে কাজে যোগ দিয়েছে তারা শেষ ৫ দিনের জন্য পূর্ণ বেতন পাবেন।

> “শ্রমিকের এপ্রিল মাসের বেতন ৪০ শতাংশ কর্তনের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার এবং শ্রম আইনের ৩২৪ ধারা প্রয়োগ করে মহামারীকালে কারখানা লে-অফ এবং ছাটাই, বরখাস্ত, জোরপূর্বক ইস্তফা নিষিদ্ধ ঘোষণার সরকারি আদেশ জারি করুন”।
>
> – জলি তালুকদার, সাধারণ সম্পাদক, গার্মেন্ট শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র

ডিআইএফই এবং শ্রম মন্ত্রণালয় বারবার ঘোষণা দিয়েছে, লকডাউন চলাকালে কোনো ছাঁটাই হবে না, কিন্তু ডিআইএফই-র তথ্য মতে, মোট

৯৩৮টি কারখানা ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত ছাঁটাই ঘোষণা করেছে এবং এর ৯৫% হলো আরএমজি খাতের। বিজিএমইএ-র বক্তব্য হলো, এরকম সংকটকালে একজন মালিক শ্রমিকদের অর্ধেক বেতন দিতে পারে এবং এটা তার বৈধ অধিকার। ৭ মে, বিআইজিডি আয়োজিত একটি পাবলিক ওয়েবিনারে শ্রমিক নেতা বাবুল আক্তার বলেন, মোট ৫৭৮টি কারখানা কর্মী বরখাস্ত করেছে এবং ৮৩৪টি কারখানা হতে শ্রমিক ছাঁটাই করা হয়েছে। জিডবিউটিইউসি একটি সমীক্ষা ফরম তৈরী করেছে যেখানে শ্রমিকরা ছাঁটাই, জোর পূর্বক অবসরে পাঠানো এবং বেতন বকেয়ার অভিযোগ দাখিল করতে পারবে, যাদের কর্মকাল এক বছরের কম। সমীক্ষায় দেখা যায় ১৩,৯৫০ টি ছাঁটাইয়ের অভিযোগ নথিবদ্ধ হয়েছে মার্চের শেষ থেকে এপ্রিলের শেষ নাগাদ, এবং জিডবিউটিউইসি বলছে, এপ্রিলের বেতন পরিশোধের পর এই সংখ্যা আরো বাড়বে। জিডবি-উটিউইসি এর সাধারণ সম্পাদক, জলি তালুকদার শ্রম প্রতিমন্ত্রীর কাছে এই প্রতিবেদন দাখিল করে নতুন নির্দেশনার দাবী জানান।

বিজিএমইএ এগারো সদস্যের একটি মনিটরিং কমিটি গঠন করেছে যেটি ৭ মে সরকার নির্দেশিত (৬৫%) স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও বেতন পরিশোধ নিশ্চিত করবে। কমিটিটি শাহজাহান খানের (শ্রমিক নেতা, সবেক মন্ত্রী, আওয়ামী লীগের রেসিডিয়াম সদস্য) তত্ত্বাবধায়নে ৩ জন বিজিএমইএ প্রতিনিধি এবং ৮ জন ইন্ডাস্ট্রিয়াল বাংলাদেশ কাউন্সিল লিডারের সমন্বয়ে গঠিত, যার মধ্যে ট্রেড ইউনিয়ন নেতা বাবুল আক্তারও আছেন। জিডবিউটিউইসি, যারা বেতন কর্তনের ঘোর বিরোধিতা করে আসছিল, তারাও কমিটি গঠন সভায় উপস্থিত ছিলেন।

ট্রেড ইউনিয়নের ভূমিকা এবং প্রতিরোধ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বেশি দেখা গেছে এবং প্রিন্ট মিডিয়ায় কম দেখা গেছে

ট্রেড ইউনিয়নের নারী নেতৃবৃন্দ তাদের কর্মকান্ডের জন্য খুব সফলভাবে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমকে ব্যবহার করেছেন। কিছু নেতা অনলাইন এবং অফলাইন কর্মকান্ড চালিয়েছেন, কেউ কেউ শুধু অনলাইন কর্মকান্ডই করে গেছেন- লাইভ ভার্চুয়াল বার্তালাপ - কর্মী এবং বিশেষজ্ঞদের সাথে, অনলাইন প্রতিবাদ, ভার্চুয়াল মাধ্যমে টিভি এবং টক শো, দাবী উত্থাপন, সড়ক র‍্যালী এবং নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে সমাবেশ বা অনলাইন সমীক্ষা। টিইউ এর কাজ স্বভাবতই কর্মীদেরকে সকল পর্যায় থেকে দাবী আদায়ে সোচ্চার করে তোলাতে কেন্দ্রীভূত ছিল এবং এজন্য ব্যক্তিপর্যায়ে ব্যাপক যোগাযোগ প্রয়োজন হয়। আমাদের মিডিয়া ট্র্যাকিং এক্সারসাইজে একটি অদ্ভুত তথ্য বেরিয়ে আসে, সেটা হলো, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের তুলনায় প্রিন্ট মিডিয়ায় ট্রেড ইউনিয়নের কর্মকান্ড তুলনামূলকভাবে কম উঠে এসেছে। তারা শুধুমাত্র গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের পর তাদের ঘোষণাগুলো প্রচার করে। কিন্তু ট্রেড ইউনিয়নের ব্যাপক পরিসরের কর্মকান্ড মূল প্রতিবেদনগুলোতে উপেক্ষিত থাকে।

সুপারিশমালা

১. কোভিড-১৯ সংক্রমণ এবং মৃত্যু প্রতিবেদন এলাকাভিত্তিক ভাবে উপস্থাপন করা উচিত যাতে শিল্পাঞ্চলগুলোতে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান বা প্রয়োজনে বন্ধ ঘোষণায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া যায়।

২. শাহজাহান খান নেতৃত্বাধীন বিজিএমইএ-এর স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও মজুরী তত্ত্বাবধান কমিটির স্বচ্ছতা ও পূর্ণ কার্যকরিতা।

৩. বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে করা আবেদনসমূহ যাচাই-বাছাই করা, কারা বাদ পড়েছে, এটা কি ইচ্ছাকৃত নাকি পদ্ধতিগত সমস্যা এবং সমাধানকল্পে বাধাসমূহ চিহ্নিত করা।

৪. গ্রহীতা কারখানা, কর্মীসংখ্যা এবং বাংলাদেশ ব্যাংক ও অন্যান্য ব্যাংক কর্তৃক অর্থ বিতরণের পরিমাণ শ্রম মন্ত্রণালয় এবং বাণিজ্য সংস্থাগুলোর কাছে (যেমনঃ পাক্ষিক প্রতিবেদনের মাধ্যমে) প্রকাশ করতে হবে।

৫. বিভিন্ন সরকারি উদ্যোগ, যেমন বর্তমান অর্থনৈতিক প্রণোদনা প্যাকেজ তত্ত্বাবধায়ন ও ডকুমেন্টেশনে ট্রেড ইউনিয়নের ভূমিকা বৃদ্ধি করতে হবে।

৬. ট্রেড ইউনিয়নের কার্যক্রম, সমালোচনা এবং দাবী-দাওয়া প্রিন্ট মিডিয়াতে আরো গুরুত্ব সহকারে প্রচার করতে হবে।

মেথডোলজি

আমাদের তথ্যসূত্রগুলো হলো দেশের প্রধান প্রধান জাতীয় গণমাধ্যম যেমনঃ ডেইলি স্টার, প্রথম আলো, ঢাকা ট্রিবিউন, নিউ এজ, ফাইন্যানশিয়াল এক্সপ্রেস এবং দি বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড। আমরা ফেসবুক পেইজ এবং ইউটিউব চ্যানেল থেকেও তথ্য সংগ্রহ করেছি।

BRAC INSTITUTE OF GOVERNANCE & DEVELOPMENT

BRAC UNIVERSITY
Inspiring Excellence

Brac Institute of Governance and Development
Brac University

SK Centre, GP, JA-4 (TB Gate)
Mohakhali, Dhaka 1212, Bangladesh

T: +88 02 5881 0306, 5881 0320, 5881 0326
E: info@bigd.bracu.ac.bd

BIGDBRACUniversity
bigd.bracu.ac.bd